উপস্থিত ঃ মোঃ হাসান জামান সিনিয়র সহকারী জজ, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ০৬
তারিখ-২৫/০১/২৪

অদ্য এস আর ও নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। অতপর নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার বিধানমতে বিবাদীগনের বিরুদ্ধে ১-৩ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে হুকুম দখল ব্যাতিরেকে যাহাতে অনুপ্রবেশ করিতে না পারে এবং কোন খনন কাজ করতে না পারে এবং কোন গৃহ বা স্থাপনা ধ্বংস করতে না পারে তজ্জন্য মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

১৩-১৪ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন।

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবন করলাম। বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি যথারীতি আরজি ও দরখাস্তে বর্নিত বক্তব্য শুনানীতে তুলে ধরেন। তাহার বক্তব্যের সারকথা হলো বিবাদীগণ যাহাতে হুকুম দখল ব্যাতিরেকে তাহার তফসিলোক্ত সম্পত্তি কোন ধরনের খনন কাজ না করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন। অপর দিকে বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট টিম ইতোমধ্যে তফসিলোক্ত ভুমি খনন কার্য সম্পন্ন করিয়া সেখানে পুরাকৃর্তি স্থাপনার অস্বিত্ব পেয়েছেন এবং উক্ত বিষয়টি আবিস্কারর করার পর আবার তফসিলোক্ত ভুমি মাটি ভরাটক্রমে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন কোন ধরনের খনন কাজ হচ্ছে না। বিজ্ঞ কৌসুলি দাবির সমর্থনে কিছু স্থির চিত্র দাখিল করেন। উক্ত স্থির চিত্র পর্যালোচনায় তফসিলোক্ত ভুমিতে পূর্বের খননকৃত অবস্থা আর দৃশ্যমান হয়নি। প্রতীয়মান হয় যে বিবাদীগণ তফসিলোক্ত ভুমির মাটি ভরাটক্রমে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞ কৌসুলি নিষেধাজ্ঞার প্রদানের জন্য কোন কারণ বর্তমানে বিদ্যমান না থাকায় দরখাস্ত নামঞ্জুরের প্রার্থনা করেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাত ও স্থির চিত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং বাদীপক্ষের পূর্বানুমতি নিয়েই তফসিলোক্ত ভুমিতে খনন কার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং সেখানে পুরাকৃর্তি স্থাপনার সন্ধান পেয়েছেন। অতপর উক্ত জায়গা পুনরায় মাটি দিয়ে ভরাট পূর্বক উহা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে তারা নালিশী জায়গা হতে প্রস্থান করেছেন। বিবাদীগন তফসিলোক্ত ভুমিতে এখন কোন ধরনের খনন কার্য পরিচালনা করছেন না বা পুর্বানুমতি ব্যাতিরেকে ভবিষ্যতেও করার কোন সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় বর্তমানে বাদীপক্ষ অপূরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবার বা ক্ষতিগ্রস্থ হবার কোন কারন বা হুমকি বিদ্যমান না থাকায় অত্র নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ১৪/০৯/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ----------ইং মামলা রক্ষনীয়তা শুনানী।

অদ্য অত্র মামলা রক্ষনীয়তা বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন। বিবাদীপক্ষও হাজিরা দাখিল করেছেন।

অতপর নথি রক্ষনীয়তা বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

মামলা রক্ষনীয়তা বিষয়ে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলি কে শ্রবন করলাম। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনা করলমা । প্রতীয়মান হয় যে বাদীপক্ষ ১-৩ নং তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তিতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় ১-১৪ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বিগত ২৫/০১/২০২৪ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবাদী প্রত্বতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট টিম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং বাদীপক্ষের পূর্বানুমতি নিয়ে তফসিলোক্ত ভুমিতে খনন কার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং সেখানে পুরাকীর্তির স্থাপনার সন্ধানও পেয়েছিলেন। অতপর উক্ত জায়গা পুনরায় মাটি দিয়ে ভরাটক্রমে উহা পূর্বের অবস্থায় বাদীপকে ফিরিয়ে দিয়ে তারা নালিশী জায়গা হতে প্রস্থান করেছেন। বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে এখন কোন ধরনের খনন কাজ পরিচালনা করছেন না বা ভবিষ্যতে খনন কাজ পুনরায় করার কোন সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় নালিশী সম্পত্তি হতে বিবাদীপক্ষ কর্তৃক বাদীগণ বেদখল হবার বা বিবাদীপক্ষ কর্তৃক নালিশী সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হবার কোন হুমকি বা কারন বর্তমানে বিদ্যমান নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। অত্র মামলা সম্মুখে অগ্রসর হবার কোন কারন বর্তমানে বিদ্যমান আছে বলে আমি মনে করি না। সুতরাং অত্র মামলা অরক্ষণীয় মর্মে বিবেচ্য হয়।

ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, এই মামলায় বাদীপক্ষ ভবিষ্যতে কোন প্রতিকার পাওয়ার সম্ভবনা নেই। সুতরায় মামলাটি আর সম্মুখে অগ্রসর না করে এ পর্যায়ে কবরস্থ করা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। আরজি খারিজ বিষয়ে আপীল বিভাগের একটি

সিদ্ধান্ত এখানো প্রণিধানযোগ্য। মাননীয় আপীল বিভাগ 53 DLR (AD) page 12 , 20 BLD (AD) 278 এ প্রকাশিত মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, " **It is now a settled principle of law that if the continuation of the suit is found to be an abuse of process of the court , if the suit is foredoomed or if the ultimate result of the suit is as clear as daylight , the suit should be buried at its inception by rejecting the plaint by invoking the inherent powers of the court. "**

সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলাটি বর্তমানে চালানোর কোন কারন বিদ্যমান না থাকায় এবং বাদীপক্ষ ভবিষ্যতে কোন ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় আদালতের সহজাত ক্ষমতার অনুবলে দাখিলী আরজি খারিজযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি-১১ মোতাবেক খারিজ করা হলো।

বেঞ্চ সহকারীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নোট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।